36

তারিখ 14 MAR 1992
পৃষ্ঠা … … … কলাম … …

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে গোলাগুলি ঃ ছাত্রনেতা নিহত

নিহত রাজু —দৈনিক বাংলা

আহত আমজাদ হোসেন —দৈনিক বাংলা

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে গুলিতে একজন ছাত্র নিহত হন। তার নাম মঈন হোসেন রাজু। তিনি মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। এছাড়া ক্যাম্পাসে পৃথক এক ঘটনায় দুইজন গুরুতর আহত হন।

সন্ত্রাসের প্রতিবাদে টিএসসি সড়ক দ্বীপে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্যের মিছিল চলাকালে একটি গুলি রাজুর মাথায় বিদ্ধ হয়। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেয়ার পর তিনি মারা যান। ছাত্র ঐক্য সাংবাদিক সম্মেলন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করে অভিযোগ করেছে, ছাত্র দলের গুলিতে রাজু নিহত হন। রাজু বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার একজন নেতা ছিলেন বলে সংগঠন থেকে জানানো হয়।

অপরদিকে ডাকসু এবং ছাত্র দলের বিবৃতিতে বলা হয়, ছাত্র লীগ (আ–অ)–এর দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলির সময় রাজু প্রাণ হারান।

শুক্রবার সন্ধ্যায় টিএসসি এলাকায় ছাত্র লীগ (আ–অ) এবং ছাত্র দলের মধ্যে দুই দফায় শতাধিক রাউন্ড গুলি বিনিময় এবং ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া চলে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় পঁচিশ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করে। রাজু নিহত হওয়ার পর একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র প্রেসক্লাবের সামনে দুইটি বিআরটিসি বাসসহ কয়েকটি যানবাহন ভাংচুর করে। ক্যাম্পাসে আতংক বিরাজ করছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শুক্রবার ইফতারের আগ মুহূর্তে ছাত্র-দলের কয়েকজন কর্মী টিএসসি'র সড়ক দ্বীপে 'ডাস'–এর সামনে বসে গল্প করছিলেন। ছাত্র লীগ (আ–অ)–এর সশস্ত্র একটি গ্রুপ ছাত্র দলের কর্মীদের সামনে দিয়ে মহড়া দেয়। এতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়। প্রায় পনের মিনিট গোলাগুলি শুরু হয়। প্রায় পনের মিনিট গোলাগুলি চলার পর ছাত্র দল কর্মীরা লাইব্রেরী এলাকা এবং ছাত্র লীগ কর্মীরা শামসুননাহার হলের পাশে অবস্থান নেয়।

গোলাগুলিতে এলাকায় আতংক ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় টিএসসি থেকে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য তাৎক্ষণিকভাবে একটি মিছিল বের করে। মিছিল সড়ক দ্বীপে প্রদক্ষিণের সময় একটি গুলি মঈন হোসেন রাজুর মাথায় লাগে। তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সাড়ে সাতটার দিকে তার মৃত্যু হয়।

এদিকে দুই দলের মধ্যে কিছুক্ষণ বিরতির পর আবার গোলাগুলি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ব্যবহার করতে থাকে। এক পর্যায়ে গোলাগুলি বন্ধ হয়।

রাজু নিহত হওয়ার পর গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য জাতীয় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন এবং ক্লাবের সামনে প্রতিবাদ (আটের পাতায় ৫-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি ক্যাম্পাসে

(প্রথম পৃঃ পর)

শুক্রবার মধুর ক্যান্টিনে একদল ছাত্রের হাতে আহত ছাত্র শিবির কর্মী নাসিরউদ্দীন —দৈনিক বাংলা

সমাবেশ করে। সাংবাদিক সম্মেলনে নাসির উদ দোজা ও বেলাল চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। তারা অভিযোগ করেন যে, ছাত্র ঐক্যের সন্ত্রাস বিরোধী মিছিলকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ায় রাজু নিহত হন। তারা ঘটনার জন্য ছাত্র দলকে দায়ী করে দোষীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবী জানান।

ডাকসুর জিএস খায়রুল কবির খোকন ও এজিএস নাজিমউদ্দীন আলম এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন, ছাত্র লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসাবে বিবদমান দুই গ্রুপ শুক্রবার সন্ধ্যায় টিএসসি চত্বরে বন্দুক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। দুই গ্রুপের অব্যাহত গুলি– বর্ষণের পরিণামে রাজু নামে একজন ছাত্রকে অকালে প্রাণ দিতে হল।

বিবৃতিতে তারা বলেন, ছাত্র লীগের দীর্ঘদিনের কোন্দলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস বর্তমানে সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছে। সাধারণ ছাত্র–ছাত্রী ও কর্মচারীরা জিম্মি হয়ে পড়েছেন। বিবৃতিতে রাজুর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্ত–মূলক শাস্তির দাবী জানানো হয়।

জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাবিব–উন–নবী সোহেল ও সাধারণ সম্পাদক আব্বাস নাদিম পৃথক এক বিবৃতিতে রাজুর মৃত্যু এবং গোলাগুলির জন্য ছাত্র লীগ (আ–অ)–কে দায়ী করেন। বিবৃতিতে বলা হয়, যাদের হাত ডাঃ মিলন, মাহবুব, মির্জা, লিটন ও মনিরুজ্জামান বাদলের রক্তে রঞ্জিত তাদেরই হাতে রাজু নিহত হলেন। তারা রাজুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

ছাত্র ফেডারেশনের এক বিবৃতিতে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বন্ধ এবং রাজুর হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার দাবী জানানো হয়।

সিপিবি'র সভাপতি সাইফুদ্দীন আহমদ মানিক ও সাধারণ সম্পাদক নূরুল ইসলাম নাহিদ রাজুর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তির দাবী জানান।

দুপুরের ঘটনা

শুক্রবার দুপুরে মধুর ক্যান্টিনের সামনে নাসিরউদ্দীন নামে এক যুবক প্রহৃত হন। তিনি ছাত্র শিবিরের একজন কর্মী বলে জানা গেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, নাসির মধুর ক্যান্টিনের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় একদল যুবক তাকে 'ধর ধর' করে ধাওয়া করে। যুবকরা নাসিরকে বেদম প্রহার করে। এ সময় ক্যাম্পাসে ডিউটিরত পুলিশ নাসিরকে উদ্ধারের জন্য এগিয়ে এলে যুবকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ এ সময় কাঁদানে গ্যাস ও ফাঁকা গুলি ছোড়ে। পুলিশের একটি রাবার বুলেট মধুর ক্যান্টিনের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্র দলের প্রাক্তন নেতা আমজাদের মাথায় লাগে। তিনি গুরুতর আহত হন। কিছু সময় পুলিশের সঙ্গে যুবকদের ইট–পাটকেল বিনিময় ও ধাওয়া–পাল্টা ধাওয়া চলে। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।